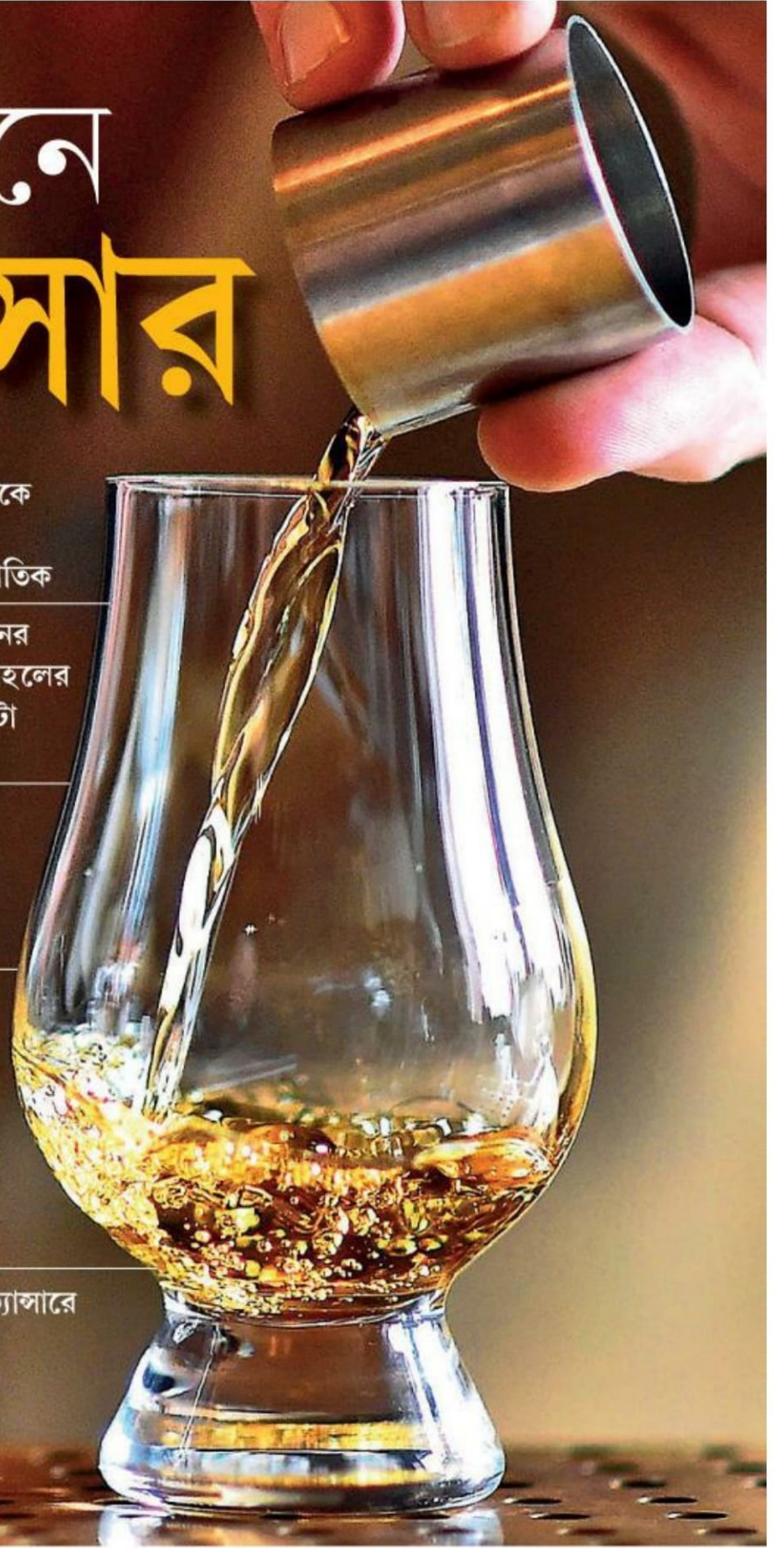


সুরাপানে ক্যান্সার

- অতিসামান্য মদ্যপানেও থাকে ক্যান্সারের ঝুঁকি। মদ্যপানের পরিমাণের সঙ্গে ঝুঁকি সমানুপাতিক
- বিয়ার, ব্র্যান্ডি-সহ সব ধরনের মদেই রয়েছে ঝুঁকি। অ্যালকোহলের মাত্রা অনুযায়ী ঝুঁকির পরিমাণটা বদলায় মাত্র
- মদ্যপানে ক্যান্সারের ঝুঁকি সম্পর্কে চিকিৎসক-সহ সিংহভাগ মানুষের এতদিন কোনও ধারণাই ছিল না
- ওরোফ্যারিঞ্জিয়াল, ল্যারিঞ্জিয়াল, ইসোফেজিয়াল, হেপাটোসেলুলার, ব্রেস্ট, কোলোন, প্যানক্রিয়াটিক ও গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সারের আশঙ্কা সবচেয়ে বেশি
- ৫-৬% ক্যান্সার রোগী ও ক্যান্সারে মৃত্যুর নেপথ্যে প্রত্যক্ষ যোগ রয়েছে অ্যালকোহলের



পরিমিত মদ্যপানেও হতে পারে ক্যান্সার নতুন তথ্যে আলোড়ন চিকিৎসক মহলে

অনিবার্ণ ঘোষ

সামান্য রেড ওয়াইনে নাকি ভালো থাকে হার্ট! অল্পস্বল্প বিয়ার সেবনে নাকি ঠান্ডা থাকে শরীর! পরিমিত স্কচ খেলে নাকি চাঙ্গা থাকা যায় বয়সকালেও! ব্র্যান্ডিতে নাকি সর্দিকাশি এড়ানো যায়!

এহেন চিন্তাভাবনা এখন অতীত। তামাকের সঙ্গে এ বার একই বন্ধনীতে চলে এল সুরা। অন্তত কর্কটরোগের নিরিখে তো বটেই। পরিমিত মদ্যপানের অভ্যাস সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাকে নস্যাত্ন করে এই প্রথম আন্তর্জাতিক চিকিৎসা ক্ষেত্রে এ কথা আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষণা করেছে আমেরিকান সোসাইটি অফ ক্লিনিক্যাল অঙ্কোলজি (অ্যাসকো)।

ক্যান্সার চিকিৎসার জগতে ওই সংস্থার যে বিশ্ববন্দিত বিজ্ঞানপত্রিকা রয়েছে, সেই জার্নাল অফ ক্লিনিক্যাল অঙ্কোলজিতে অ্যাসকোর বিশেষ প্রতিবেদন হিসেবে সদ্য দাবি করা হয়েছে, প্রায় ৬% ক্যান্সারের নেপথ্যে সরাসরি রয়েছে অ্যালকোহলের প্রভাব। সেই তালিকায় স্তন থেকে শুরু করে মুখ, গলা, খাদ্যনালী, লিভার, পাকস্থলী, অস্ত্র ও অগ্ন্যাশয়ের ক্যান্সারও রয়েছে। বলা হয়েছে, মদ্যপানের পরিমাণের সঙ্গে সমানুপাতিক হারে বাড়ে ক্যান্সারের ঝুঁকি। সেই সূত্রেই বলা হয়েছে সবচেয়ে বড় কথাটা। ডাক্তারবাবুর পরামর্শে অত্যন্ত পরিমিত মদ্যপানের বিষয়টিকে কাঠগড়ায় তুলে বলা হয়েছে, ক্যান্সারের ঝুঁকি তাতে কমে না একটুও। বরং মদ্যপানের প্রতি এই 'দুর্বলতা'কে একরকম বিপজ্জনক আখ্যা দিয়ে বলা হয়েছে, সুরাও যে ক্যান্সারের জন্ম দিতে দারুণ ভাবে সক্ষম (পোস্টেট কার্সিনোজেনিক), সে সম্পর্কে অজ্ঞ সিংহভাগ চিকিৎসকও।

অ্যাসকোর এই বিশেষ 'স্টেটমেন্ট' আন্তর্জাতিক মহলে ছড়িয়ে পড়তেই আলোড়ন পড়ে গিয়েছে সর্বত্র। ব্যতিক্রম নয় কলকাতাও। কেননা, চিকিৎসকরা এখানে প্রায়ই পরিমিত মদ্যপানের পক্ষে

বলে থাকেন। অনেকেরই বক্তব্য, শীতকালের সকালে দুধে ব্র্যান্ডি মিশিয়ে খেলে শ্বাসনালীর সংক্রমণ এড়ানো যায় কিংবা ভর্তি পেটে দৈনিক এক-দেড় পেগ (৬০-৯০ মিলিলিটার) মদ্যপানে রক্তসঞ্চালন ভালো হয় অথবা গ্লিসারলমুক্ত বিয়ার সেবনে পেট ভালো থাকে। এমনকি, কয়েক দিন আগে সায়েন্স সিটিতে আয়োজিত ফুসফুস রোগ বিশেষজ্ঞদের একটি সর্বভারতীয় সম্মেলনে বলা হয়েছিল, ধূমপানের চেয়ে মদ্যপান মন্দ্রের ভালো। কিন্তু অ্যাসকো সাফ জানাচ্ছে, এ সব ভ্রান্ত



ধারণা থাকা মানে আখেরে ক্যান্সারকেই আমন্ত্রণ জানানো।

টাটা মেডিক্যাল সেন্টারের ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ বিভাস বিশ্বাসের কথায়, 'জনমানসে পরিমিত মদ্যপান নিয়ে হরেক জনশ্রুতি আছে। সেই সব ধারণা থেকে অনেক ডাক্তারবাবুও মুক্ত নন। এ বার হয়তো অ্যাসকোর প্রতিবেদন থেকে সবাই শিক্ষা নেবে।' তিনি জানান, ব্যক্তিগত ভাবে তিনি কখনও মদ্যপানের পক্ষে কাউকে পরামর্শ না-দিলেও, সুরায় যে এতবড় ক্যান্সারের ঝুঁকি লুকিয়ে রয়েছে, তা জেনে কিছুটা চমকেই গিয়েছেন। অ্যাসকোর সাম্প্রতিকতম এই দাবিতে বিস্মিত সিংহভাগ চিকিৎসকই। এসএসকেএমের জেনারেল সার্জারি বিভাগের অধ্যাপক তথা স্তন ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ দীপেন্দ্র সরকার বলেন, 'অনেকেই প্রশ্ন করেন, সামান্য সুরাসেবন

সত্যিই স্বাস্থ্যকর কিনা? এর উত্তরে কাউকে উৎসাহ দিই না এই কারণে যে একটা সময়ে পরিমিত মদ্যপানই হয়তো অপরিমিত হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু অ্যাসকোর সমীক্ষা যে চলতি ধারণার একেবারে ১৮০ ডিগ্রি উল্টো, সেটাই চিকিৎসকদের কাছে সবচেয়ে অপ্রত্যাশিত ঠেকেছে।

কলকাতার চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন, মদ্যপানের প্রভাবে স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি সম্পর্কে একটা আবছা ধারণা ছিল বটে। জানা ছিল, লিভার ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে একসময়ে ক্যান্সারও হতে পারে। কিন্তু প্রত্যক্ষ ভাবে যে এত রকমের ক্যান্সারের জন্য ইথাইল অ্যালকোহলই সরাসরি দায়ী, তা কারও জানা ছিল না।

ক্যান্সার সার্জেন গৌতম মুখোপাধ্যায় বলেন, 'পশ্চিমের দেশের আমজনতা গড় ভারতীয়ের চেয়ে বেশি মদ্যপান করেন বটে। কিন্তু আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে যেহেতু সাধারণ স্বাস্থ্যের মান অপেক্ষাকৃত খারাপ, তাই ইউরোপ-আমেরিকার চেয়ে আমাদের দেশের লোকের এই ঝুঁকি আরও অনেক বেশি।'

তবে অ্যাসকোর প্রতিবেদন বলছে, তামাকের সঙ্গে একটা সূক্ষ্ম মৌলিক ফারাক রয়েছে অ্যালকোহলের। মুখ্য প্রতিবেদক, উইসকনসিন-ম্যাডিসন বিশ্ববিদ্যালয়ের এমডি চিকিৎসক নোয়েল লো'কোস্টে লিখেছেন, তামাক সেবনকারীদের সকলেরই যেমন সমান ঝুঁকি থাকে ক্যান্সারের, মদ্যপানের ক্ষেত্রে ঠিক তা নয়। মদ্যপান কম করলে ঝুঁকি কম, মাঝারি করলে ঝুঁকি মাঝারি আর বেশি করলে ঝুঁকিও বেশি। দৈনিক মদ্যপানের যে সীমা (পুরুষ ১২০ মিলি ও মহিলা ৬০ মিলি) আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন, আমেরিকান ক্যান্সার সোসাইটি এবং মার্কিন স্বাস্থ্য ও মানবসম্পদ মন্ত্রক সুপারিশ করে, তাকেও চ্যালেঞ্জ জানিয়ে এই অভ্যাসকে 'ক্যান্সারের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ' বলা হয়েছে প্রতিবেদনে। বলা হয়েছে, এর চেয়ে কম মদ্যপান করলেও ঝুঁকিটা রয়েই যায়।